71

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JUN 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

কিশোরগঞ্জে ১৬৪টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জেলার ১৩ থানায় মোট ৮০৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে এবং শূন্য পদসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ৩৫টি প্রধান শিক্ষক ও ১২৯টি সহকারী শিক্ষক। তন্মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ৩ জন সহকারী শিক্ষক, করিমগঞ্জে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ৮ জন সহকারী শিক্ষক, তাড়াইলে ৪ জন প্রধান শিক্ষক ও ১১ জন সহকারী শিক্ষক, হোসেনপুরে ৩ জন প্রধান শিক্ষক, পাকুন্দিয়ায় ৪ জন প্রধান শিক্ষক ও ৯ জন সহকারী শিক্ষক, কাটিয়াদীতে ,২ জন প্রধান শিক্ষক ও ১৪ জন সহকারী শিক্ষক, বাজিতপুরে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ২০ জন সহকারী শিক্ষক, কুলিয়ারচরে ২ জন প্রধান শিক্ষক ও ২ জন সহকারী শিক্ষক, ভৈরবে ৩ জন প্রধান শিক্ষক ও ৯ জন সহকারী শিক্ষক, অষ্টগ্রামে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ৮ জন সহকারী শিক্ষক, ইটনায় ৯ জন প্রধান শিক্ষক ও ২৩ জন সহকারী শিক্ষক, মিটমেইনে ১ জন প্রধান শিক্ষক ও ১২ জন সহকারী শিক্ষক এবং নিকলীতে ৪ জন প্রধান শিক্ষক ও ১০ জন সহকারী শিক্ষকের পদ খালি। ইহাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ৯ জন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ১২ জন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূণ্য থাকায় বিভাগীয় বিভিন্ন কাজ-কর্মও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হইতেছে।